হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) কিভাবে নবীগণের এই গেয়ারভী শরীফ পেলেন?

গেয়ারভী শরীফ মূলতঃ খতম ও দোয়া বিশেষ। হযরত গাউসুল আ'যম (রাঃ)-এর ইনতিকাল দিবসকে উপলক্ষ করে প্রতি চান্দ্র মাসের ১১ই তারিখে রাতে বা দিনে গাউসে পাকের পবিত্র রূহে ইছালে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলেম উলামা ও পীর মাশায়েখগণ উক্ত গেয়ারভী শরীফ বিশেষ নিয়মে খতমের মাধ্যমে পালন করে থাকেন। হযরত গাউসুল আ'যম (রাঃ) কিভাবে এই গেয়ারভী শরীফ পেলেন—— সে সম্পর্কে "মিলাদে শায়খে বরহক" বা "ফাযায়েলে গাউছিয়া" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত গাউসুল আ'যম আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) (৪৭১-৫৬১) নবী করিম (দঃ)-এর বেলাদত উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখটি নিয়মিতভাবে ও ভক্তি সহকারে পালন করতেন। এক দিন স্বপ্নের মধ্যে নবী করিম (দঃ) গাউসে পাককে বললেন ঃ "আমার ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখকে তুমি যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করে আসছো-এর বিনিময়ে আমি তোমাকে আম্বিয়ায়ে কেরামের গেয়ারভী শরীফ দান করলাম"—— মীলাদে শায়খে বরহক।

হযরত গাউসুল আ'যমের তরিকাভূক্ত পীর মাশায়েখগণ এবং অন্যান্য তরিকার মাশায়েখগণও গাউসে পাকের অনুসরণে প্রতি চন্দ্র মাসের ১১ তারিখ রাত্রে বা দিনে বিশেষ নিয়মে এই গেয়ারভী শরীফ পালন করে থাকেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত ইহা চালু থাকবে —— ইন্‌শাআল্লাহ।

গেয়ারভী শরীফের ফযিলত

ফাযায়েলে গাউছিয়া বা মীলাদে শায়খে বরহক কিতাবে উল্লেখ আছে ঃ

(১) যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতি চাঁদের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ পালন করবে, সে অল্পদিনের মধ্যে ধনবান ও স্বচ্ছল হবে এবং তার দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইহাকে অস্বীকার করবে, সে দারিদ্রের মধ্যে থাকবে।

(২) যেখানে এই গেয়ারভী শরীফ পালিত হয়, সেখানে খোদার রহমত নাযিল হয়। কেননা, হাদীস শরীফে আছে ঃ "তানাযযালুর রাহ্‌মাতু ইন্দা যিক্‌রিছ ছালেহীন" অর্থাৎ আউলিয়াগণের আলোচনা মজ্‌লিশে খোদার রহমত নাযিল হয়ে থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি এই গেয়ারভী শরীফ পালন করবে, সে খায়র ও বরকত লাভ করবে।

(৪) যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে গেয়ারভী শরীফ পালন করবে, সে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। দুঃখ ও চিন্তা মুক্ত হবে এবং সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করবে।